দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

48

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দাবী

আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী— অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় প্রতি বছরই আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা দেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত সেশনে ঢাকা বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারিতে ভর্তি হতে পারে না। আমাদের পরীক্ষা ১৯৯১-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ৬ মাস শেষ হতে চললো তবু ফল প্রকাশিত হচ্ছে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, অতি শীঘ্রই ফল প্রকাশ করা হোক।

—ফেরদৌস ও জুই
সরকারী বি এল কলেজ, খুলনা।

॥ ২ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯০ সালের ডিগ্রী পাস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় গত দেড় মাস আগে। কিন্তু তখন পর্যন্ত শিকারপুর শেরে বাংলা ডিগ্রী কলেজের প্রায় ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল অপ্রকাশিত। তাই আমরা এখন বড়ই হতাশা এবং অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নিকট আমাদের আকুল আবেদন যে, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবার জন্য ফলাফল প্রকাশ করা হোক।

১। মাহাবুবুর রহমান (ডিগ্রী)
২। আলমগীর হোসেন (ডিগ্রী)
৩। মাসুম রেজা,
৪। আরিফুর রহমান,
শেরেবাংলা ডিগ্রী কলেজ, শিকারপুর।

॥ ৩ ॥

আমরা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষার ফলপ্রার্থী। গত ২১শে জুলাই '৯১ আমাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক আজ পরিপূর্ণ ৪টি মাস অতিক্রান্ত হলো। এদিকে চলতি মাসগুলোও আমাদের পরবর্তী ক্লাসের শিক্ষাবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আমাদের অত্র সালের আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে কোন সাড়া-শব্দ দিচ্ছে না। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা হতাশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর পরীক্ষার্থী সংখ্যা মাদ্রাসা বোর্ডের অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে পারে। অথচ মাদ্রাসা বোর্ড কেন তা পারবে না?

—মোঃ নজরুল ইসলাম ও
আবু সালেহ্ মুঃ মতীন
কেশবপুর আলিয়া মাদ্রাসা, যশোর।

সিলেবাস সংকট

আমরা ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে গণিত ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বর্তমানে অধ্যায়নরত। গত মে মাসে আমাদের ক্লাস শুরু হয়। অন্যান্য বৎসরের মত আমাদেরও ১ম বর্ষে অধ্যায়নের বিষয়বস্তু ছিল ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালসুলাস, বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতি।

পরীক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের সহপাঠী চট্টগ্রাম থেকে সিলেবাস সংগ্রহ করে। ঐ সিলেবাসে দেখানো হয় যে, ১ম বর্ষে ত্রিকোণমিতির পরিবর্তে জ্যামিতি ১ম অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি আমরা কলেজের গণিত বিভাগের স্যারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা বললেন যে, সিলেবাস পরিবর্তনের কোন খবর তারা ভার্সিটি থেকে পাননি এবং নতুন কোন সিলেবাসও পাননি। বিষয়টি নিয়ে আমরা এক ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছি।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আবু নাছের,
গণিত (সম্মান) ১ম বর্ষ,
ক্রমিক নং — ১৪৩,
এম সি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সিলেট।

॥ ২ ॥

১৯৯০-৯১ শিক্ষা বর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয়ের সিলেবাসে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, পূর্বের ৫টির পরিবর্তে এখন ৮টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর করতে হবে (৫×৮=৪০)। অন্যদিকে, সাধারণ প্রশ্নের নম্বর কমিয়ে আনা হয়েছে ১৫ থেকে ১২তে (১২×৫=৬০)। অথচ এ কথা সত্য, পরীক্ষায় যেমন প্রশ্নের উত্তর করতে হয়, সেগুলো সম্বন্ধে ন্যূনতম ১৫ নম্বরের অনুপাতে না লিখলে স্বচ্ছ এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয় (বিশেষতঃ ২য় পত্রে), প্রশ্নের সংখ্যা বাড়ানো হলেও সে অনুপাতে সময় বাড়ানো হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়।

এ প্রেক্ষিতে সিলেবাসজনিত এই পরিবর্তন সংশোধন করা না হলে অর্থনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিঃসন্দেহে ছাত্র সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

—লুৎফুন্নাহার বেগম (পিকি),
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

বেসরকারী শিক্ষকদের অনুদান প্রসঙ্গে

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বেতনের নামে যৎসামান্য অনুদান পেয়ে থাকেন। পরিতাপের বিষয়, সেটা আবার এক মাসের বেতন পরবর্তী মাসেও পাওয়া যায় না। ফলে শিক্ষকদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রায় সর্বদাই আর্থিক অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। দীর্ঘদিনের আকাংক্ষিত পে-স্কেল থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে। এ সমস্যা নিরসনে শিক্ষকদেরকে নতুন জাতীয় স্কেলে বেতন প্রদান ও প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস,
সহকারী শিক্ষক, সীমাখালী,
মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাগুরা।